তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

দৈনিক
আমাদের সময়

নিধিরাম সর্দার ইউজিসি

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে পারছে না বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে এ কমিশন এখন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে জঙ্গিবাদ ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অপরাধের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জঙ্গিসম্পৃক্ততা মোকাবিলায় কমিশনের ক্ষমতা সম্প্রসারণ নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনরা।

পুনর্গঠনের প্রস্তাব ৪ বছর ধরে ফাইলবন্দি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব আইনে পরিচালিত হয়। তদারকি করে ইউজিসি। পৃথক আইনে পরিচালিত হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়ন, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধের অভিভাবক হচ্ছে ইউজিসি। অথচ অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করে সুপারিশ জমা দিয়ে কমিশনকে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ করতে হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই কমিশনের আইনে। কমিশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। কমিশনের এসব সুপারিশ নিয়ে সভা-সম্মেলন করে বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে মন্ত্রণালয়। মাঝে-মাঝে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছুড়লেও কার্যত বাস্তবায়ন নেই।

বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

নিধিরাম সর্দার ইউজিসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ২০১৩ সালে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। এর প্রেক্ষিতে তদন্তে নামে ইউজিসি। এর পর ইউজিসি তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু এ প্রতিবেদনের আলোকে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিন বছর পর এখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্টতায় তোলপাড় চলছে দেশজুড়ে।

মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা মনে করেন, এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শুরুতে কার্যকর ব্যবস্থা নিলে জঙ্গিবাদ এতটা বিস্তৃত হতো না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক সভায় বলেছেন, আমাদের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জঙ্গিবাদের চর্চা করছে, ছেলেমেয়েদের বিপথগামী করবার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা তিন বছর আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত করে তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম, বাস্তবায়ন করে আমাদের জানান। কিন্তু তারা এ যাবৎ কোনো তথ্য দেয়নি। আবারও ইউজিসির কর্মকর্তারা জানতে গেছেন। তাদেরও কিছু জানাননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সময় চেয়েছেন।

জঙ্গিবাদ ছাড়াও, অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের বোর্ড অব ট্রাস্টি, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির কোনো সভা নিয়মিত হয় না। মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইন অনুযায়ী স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করেনি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। এখনো ভাড়া বাড়িতে কিংবা মার্কেটের ওপর রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস।

এসব তদারকি করে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতায়িত করে ইউজিসিকে পুনর্গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয় মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু সেই প্রস্তাব দীর্ঘ চার বছর ধরে ফাইলবন্দি। উচ্চশিক্ষা কমিশন (এইচইসি) নামে আইনের খসড়া একবার মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিসভা ফেরত দেয় ২০১৩ সালে। এর পর আর আলোর মুখ দেখেনি ওই আইনের ফাইল।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন আমাদের সময়কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনে আইনের খসড়া প্রায় চূড়ান্ত। এতে কমিশনকে নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কিনা? এমন প্রশ্নে তিনি জানান, তা দেওয়া হবে। তবে কমিশনের প্রধানের পদমর্যাদা কী হবে সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

শিক্ষা গবেষক শায়রুল আলম বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা বেশি। ইউজিসি করণীয় নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ে কেবল সুপারিশ করে থাকে। কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠিত হলে সরাসরি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

ইউজিসির সক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ না থাকায় ইউজিসি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক ইস্যুতে নতুন করে ভাবতে হবে সরকারকে– কমিশনের কার্যক্রম কী হবে, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হবে ইত্যাদি নিয়ে।

কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, ইউজিসি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সাল ও ২০১৬ সালের প্রেক্ষাপট এক নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক তদারকির জন্য ইউজিসির প্রচলিত কর্মপরিধির বিস্তৃতি এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

জানা গেছে, ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. একে আজাদ চৌধুরী থাকাকালীন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' পুনর্গঠন করে 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন' নামে নতুন প্রতিষ্ঠান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদায় কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণে সক্ষমতা দিয়ে শক্তিশালী 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন' গঠনের প্রস্তাব ছিল এটি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি, তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে রাজধানীর ইউজিসির কার্যালয়ে। নতুন কমিশন হলে প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিভাগীয় শহরে উচ্চশিক্ষা কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হবে। একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন ও ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে– উল্লেখ ছিল এইচইসির খসড়ায়।

বিদ্যমান আইনে ইউজিসির কর্মপরিধি– এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ভবন, হল, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি, সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করা। এ ছাড়া কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি।

১৯৯৮ সালের সংশোধনী মোতাবেক একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯ জন খণ্ডকালীন সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হয় এই কমিশন। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন সরকারি ৩৭টি এবং বেসরকারি ৯৫টি মিলিয়ে মোট ১৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে দেশে।